শ্রী রামচন্দ্র মিশন ®

জানুয়ারী ২০১০ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

For Private Circulation Only

আমাদের সুধী পাঠকদের জন্য রইল প্রগতিশীল নতুন বছরের শুভ কামনা। ইকোজের নতুন আঙ্গিক এখন থেকে সারা বিশ্বে একরকম হবে।

বিষয়সূচী

গুরুদেবের সফর ..... পৃ ১–৪
ঘোষণা ..... পৃ ৫
আঞ্চলিক কার্যক্রম ..... পৃ ৬–১০
জ্যোতির্কেন্দ্র ..... পৃ ১১

গুরুদেবের সফর

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর ছোট্ট এক শহর থুরাইয়ুর, ত্রিচি থেকে প্রায় ৪৫ কিমি দূরে অবস্থিত। ২০০১ এ দু জন অভ্যাসী দিয়ে শুরু করে আজ প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী সমৃদ্ধ। এ হেন উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন আশ্রমের প্রয়োজন খুব জরুরী। তাই আশ্রমের জন্য এক একর জমি ইতিমধ্যেই কেনা হয়েছে।

২৫ শে অক্টোবর গুরুদেবের প্রথম পরিদর্শনের সময় অভ্যাসীরা এক স্বর্গীয় বাতাবরণের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেন। ৮৫০ জন অভ্যাসীর মধ্যে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং তামিল ভাষায় বক্তব্য রাখেন। গুরুদেব তাঁর ভাষণে জাত–ধর্ম ও অহেতুক আচার বিচারের উর্দ্ধে উঠে এগিয়ে যাবার জন্য জোর দেন এবং সেইসঙ্গে আত্মিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বাহ্যিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন একমাত্র এ হেন পরিবর্তনই মিশনের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

নির্মাণকার্য শুরু হবার আগেই গুরুদেব আশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণের আলোচনা করেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যখন সীমিত তখন গুরুদেবের অসীম দূরদর্শিতার স্পষ্ট প্রকাশ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময়ই ফুটে ওঠে।

শিলিগুড়ি ও গ্যাংটক

গুরুদেব ২রা নভেম্বর কোলকাতা থেকে বাগ্‌ডোগরা পৌঁছান। সেখানে প্রচুর অভ্যাসী তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান। বিমানবন্দর থেকে এক ঘন্টার যাত্রাপথের দূরত্বে মিশনের নতুন জমি পরিদর্শন করেন। এরপর বিকাল ৫–৩০ মিনিটে তিনি হোটেলের এক সভাকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

পরদিন সকালে সৎসঙ্গের সময় ৭ টায় নির্ধারিত থাকলেও গুরুদেব তার অনেক আগেই অর্থাৎ ৬–৩০ মিনিটে ধ্যান কক্ষে উপস্থিত হন এবং অভ্যাসীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপর তিনি সকাল ন'টায় গ্যাংটক (সিকিমের উদ্দ্যেশে) রওনা হন। তিস্তার কাঁধ ঘেঁষে ছবির মত সাজানো সেই সড়ক পথ। তিনি দুপুরে সিকিম সীমান্তে পৌঁছান। রাংপোতে রাজ্যের অতিথিশালায় তাঁকে পরম্পরাগত প্রথায় স্বাগত জানান হয়। এরপর একঘন্টা পথ চলার শেষে সুদৃশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা ও স্থানীয় স্থাপত্যে মোড়া নির্ধারিত রিসর্টে পৌঁছান। স্থানীয় অভ্যাসীরা তাঁকে স্বাগত জানান এবং সূর্যকিরণস্নাত বিশাল আঙ্গিনায় বসে তিনি উপভোগ করেন। গুরুদেব তাঁর সিকিম সফরে খুব খুশী এবং তিনি তা বারবার প্রকাশ করেন।

কথোপকথনের সময় কেউ একজন বলেন, লোকে সহজ মার্গে যোগ দেয় কিন্তু কিছুদিন পর ছেড়ে দেয়। উত্তরে গুরুদেব বলেন, 'লোকে আসে যায় ঠিকই কিন্তু যখন তারা এখানে তখন তারা কোথায় যায় সেটা লক্ষ্য রাখা আমার দায়িত্ব'।

সন্ধ্যার সৎসঙ্গ শুরু হওয়ার আগে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা সবাই প্রস্তুত তো?' এই প্রশ্ন তাঁর সিকিমের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে দিল। রাতে ভোজনের সময় বাবুজীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কিছু কিছু কথা তিনি বলেন।

সকাল ৭ টার সৎসঙ্গ দিয়ে চতুর্থ দিনের শুরু। ঐ দিন সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর কাঠের আগুন জ্বেলে চারপাশে সকলের সঙ্গে বসে রাতের আহার করেন এবং নানা পৌরানিক কাহিনী শোনান।

শিলিগুড়ি

রাংপো

গ্যাংটক

খাওয়ার আয়োজন করার জন্য তিনি সিকিমের অভ্যাসীদের ধন্যবাদ জানান এবং প্রভু রাম ও কিভাটের (নৌ–চালক) গল্প শুনিয়ে বলেন, তোমরা আমাদের শরীরের জন্য খাবারের যোগান দিয়েছ, 'আমিও প্রার্থনা করি তোমাদের আত্মা তার প্রয়োজনীয় খাবার পেয়ে পুষ্ট হোক'।

৫ই নভেম্বর গুরুদেব স্থানীয় বাজার থেকে CREST এর জন্য বেশ কিছু বই সংগ্রহ করেন। তিনি স্থানীয় প্রশিক্ষকের বাড়িতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং অভ্যাসীদের সঙ্গে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। দিনটি ছিল অতি মনোরম এবং উপস্থিত সকলে তাঁর দিব্যসুধায় স্নাত হয়ে যারপরনাই খুশী।

সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বিশেষভাবে বলেন, প্রতিটি মানুষ এক, মানুষের মধ্যে কখনোই ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। আধ্যাত্মিকতায় কোনও ভেদাভেদ নেই, এখানে শুধু প্রকৃত সত্য যা সমগ্র সৃষ্টির মূল সম্পদ।

৬ই নভেম্বর তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছান। সেখানে আশ্রমের জন্য নির্ধারিত জমিতে প্রখর সূর্যালোকে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেব কোলকাতা রওনা হয়ে যান।

উড়িষ্যা

১৫ই নভেম্বর গুরুদেব খড়গপুর থেকে ভুবনেশ্বর প্রায় ৩৫০ কিমি পথ সড়কযোগে ভ্রমণ করেন। সকাল ১১টা নাগাদ উড়িষ্যার ছোট্ট একটি কেন্দ্র ভদ্রকে পৌঁছান। সেখানে তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেব ভুবনেশ্বর রওনা হন।

৪–৪৫ মিনিটে ভুবনেশ্বরের এক হোটেলে পৌঁছালে অভ্যাসীরা অবিরাম বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হন। উড়িষ্যাতে এই হল তাঁর দ্বিতীয় সফর আর ভুবনেশ্বরে প্রথমবার তিনি এলেন। প্রায় ২২ বছর আগে তিনি আঙ্গুল ও কটকে এসেছিলেন।

১৬ই নভেম্বর গুরুদেব উড়িষ্যায় প্রথম আশ্রমের জমি পরিদর্শনের জন্য রওনা হন। প্রায় ৩৫০ জন অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানান। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বলেন, 'সন্দেহ হল আত্মার ক্ষেত্রে বিষবৎ। কিছু বিষয় আছে যেখানে কোনোরকম সন্দেহ থাকা উচিত নয়, যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়। আর বাবুজী এ বিষয়ে অনেক অবকাশ দিয়েছেন। তিনি অভ্যাসী বা অভ্যাসী হতে ইচ্ছুক এমন সকলের জন্য বলেছেন যে, পদ্ধতিকে পরীক্ষা করো, তোমার ভবিষ্যৎ গুরুকে পরীক্ষা করো এবং যখন তুমি সবদিক দিয়ে সন্তুষ্ট হবে, তখন নিজেকে তাঁর সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে ফেলো যাতে তা

ইস্পাতের মত দৃঢ় হয় এবং যাতে তুমি বোকার মত তা কেটে বেরিয়ে যেতে না পারো'।

১৮ই নভেম্বর সকাল ৮–৩৫ মিনিটে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে পৌঁছান। হুইসপার ১ম ও২য় খণ্ডে বাবুজীর বার্তা সমূহের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এই বার্তাগুলি হল শ্রুতি পর্যায়ের, কারণ এসব কারও চিন্তা প্রসূত নয় বা লেখা নয়। এসব এসেছে, গ্রহণ করা হয়েছে এবং লিখে রাখা হয়েছে। অতএব এর মূল্য অপরিসীম। তিনি বলেন আমাদের মনে রাখা উচিত প্রকৃত স্বাধীনতা হল আত্মার স্বাধীনতা, যা আগে ছিল, এখন হওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতেও তা হতে হবে। স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, কারণ যে কোনো কারণেই হোক দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মা এই রক্তমাংসের শরীরে বন্দী হয়ে গিয়েছে।

এরপর তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং অভ্যাসীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। পরদিন তিনি বিমানযোগে চেন্নাই রওনা হয়ে যান।

ব্যাঙ্গালোর

২৮শে নভেম্বর প্রাতঃরাশ শেষ করে সকাল ৮–৩০ মিনিটে গুরুদেব চেন্নাই থেকে রওনা হয়ে ১১–৪৫ মিনিটে নাট্রামপল্লী আশ্রমে পৌঁছান। প্রায় ৮০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং দুপুর ১–৩০ নাগাদ রওনা হয়ে বিকাল ৪–৩০ মিনিটে ব্যাঙ্গালোর পরমধাম আশ্রমে পৌঁছান।

রবিবার সকালে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করার আগে 'হুইস্পার ফ্রম দ্য রাইটার ওয়ার্ল্ড' এর তৃতীয় খণ্ডের গ্রাহক হবার জন্য ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, মোট ১২টা সংখ্যা প্রকাশ হবে এবং প্রত্যেক বছর একটা করে সংখ্যা প্রকাশিত হবে। ৩রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গুরুদেব CREST এ চলে যান। সেখানে সাধনা প্রোগ্রামে যোগ দিতে আসা ৪০ জন প্রতিনিধি তাঁকে স্বাগত জানান। সন্ধ্যায় গলফ কার্টে চড়ে তিনি অভ্যাসীদের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন।

শিলিগুড়ি

ভুবনেশ্বরের

ব্যাঙ্গালোর

তিপ্তুর

৪ঠা ডিসেম্বর গুরুদেব সাধনা প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে তা করুণাপুষ্ট করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। কিছু অংশগ্রহণকারী তাঁর উপস্থিতিতে উপলব্ধ অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত করেন এবং তিনি তা মন দিয়ে শোনেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, 'অতএব দেখো এইসব অনুশীলন তত্ত্ব, ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার মত এবং আমি খুবই খুশী এইজন্য যে, CREST এ এই নির্দেশের সম্ভাবনা , শিক্ষার সম্ভাবনা, প্রশিক্ষণের প্রয়োগের সম্ভাবনা আগ্রহীদের জন্য রয়েছে। তবে হ্যাঁ , তা শুধু গ্রহণ করলে হবে না। এখানে যা শেখানো হচ্ছে তা কি তারা মেনে চলতে রাজী?'

৫ই ডিসেম্বর শনিবার গুরুদেব CREST এ কর্ণাটক প্রশিক্ষক আলোচনা চক্রের উদঘাটন করে বেশ কড়া ও উৎসাহমূলক বার্তায় প্রশিক্ষকদের হৃদয় দিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে বিদেশ থেকে আগত কিছু প্রশিক্ষকও যোগ দেন এবং মোট ১৪৫ জন প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

টুমকুর

তিপ্তুর

৬ই ডিসেম্বর। সকাল ৮টা নাগাদ গুরুদেব CREST থেকে তিপতুর রওনা হন। ব্যাঙ্গালোরের উত্তর পশ্চিমে ১৬০ কিমি দূরে অবস্থিত তিপতুরে প্রায় ৯০ জন অভ্যাসী আছেন। তিপতুরে এ হল গুরুদেবের তৃতীয় পরিক্রমা। প্রথমবার ধ্যানকক্ষ উদঘাটনের পর আর পরবর্তী সফর নির্মাণকার্য শেষ হবার পর। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষনা করেন সৎসঙ্গ বিকাল ৫টায় ও রাত্রি ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে। এই দুটি সৎসঙ্গ তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। ব্যাঙ্গালোর ও নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসী তাঁর উপস্থিতিতে সমবেত হন।

পরদিন সকালে সিটিং শেষ করে গুরুদেব টুমকুর যাবার আগে কিছু সময় বিশ্রাম নেন। টুমকুরের অভ্যাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। গুরুদেব খুব সহর্ষ ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় বাবুজীর উপর নানা আলোচনা করেন ও মহাভারতের নানা কাহিনী শোনান। তিনি বলেন, 'আমরা তখনই অন্ধকার দেখতে পাই, যখন আমরা নিজেরা অন্ধকারে থাকি। তাহলে এর থেকে পরিত্রাণ কি করে সম্ভব? বেরিয়ে এসো।'

মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেব টুমকুর থেকে রওনা হয়ে বিকাল ৪–৩০ মিনিটে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছান। এরপর কফি পান করে তিনি সোজা পরমধামে সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে চলে যান। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তিনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন। বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি আরও কিছুদিন ব্যাঙ্গালোরে থাকার পরিকল্পনা করেন।

তিরুপ্পুর

তিরুপ্পুর

৯ই ডিসেম্বর সকাল ৬–৩০ মিনিটে গুরুদেব ব্যাঙ্গালোর থেকে রওনা হয়ে ৭–৩০ মিনিটে কৃষ্ণগিরি পৌঁছান। প্রাতঃরশের পর তিনি সকাল ৯টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ইরোডে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে কিছু সময় বিশ্রাম নেন ও তারপর তিরুপ্পুরে ডায়্ম জুবিলী পার্কে পৌঁছান। চট–জলদি কফি পান করে গুরুদেব বাবুজীর কথা উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'এখন তোমার কফি পান করা হয়ে গিয়েছে, এবার কাজ শুরু করো'। তিনি তৎক্ষণাৎ ধ্যানকক্ষের দিকে যেতে লাগলেন এবং সন্ধ্যা ৬–১৫ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গুরুদেব ঘোষণা করেন আগামী তিনদিন দিনে তিনবার সৎসঙ্গ হবে অর্থাৎ সকাল ৬–৩০ মিনিটে, বেলা ১১টা ও বিকাল ৫–৩০ মিনিটে।

কেরল ও তামিলনাড়ু থেকে প্রায় ৪০০০ অভ্যাসী ও গুজরাট থেকে কিছু প্রশিক্ষক সমবেত হন। সেদিনের বাতাবরণ প্রায় ভাণ্ডারার মত ছিল। গুরুদেব নিজে ধ্যানকক্ষে তিনটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

১১ই ডিসেম্বর সকাল ৬–৩০ মিনিট ও বেলা ১১টায় গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। বিকালে তিনি শহরের এক

মালামপুঝায়

কোয়েম্বাটোরে

অভ্যাসীর বাড়িতে যান এবং ফিরে এসে ৫–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১২ই ডিসেম্বর গুরুদেব নিজে ধ্যানকক্ষে তিনটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১৩ই ডিসেম্বর গুরুদেব সকাল ৬–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর কোয়েম্বাটোরের উদ্দেশে রওনা হয়ে বেলা ১১টায় সেখানে পৌঁছান। গুরুদেব কিছু সময় বিশ্রাম নেন এবং তারপর বাইরে কিছু সময় কাটিয়ে মালামপুঝার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

মালামপুঝায় কিছু সময় কাটিয়ে ১৪ই ডিসেম্বর গুরুদেব মধ্যাহ্নভোজের পর কোয়েম্বাটোরের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান এবং বিকাল ৩টায় এক অভ্যাসীর বাড়িতে পৌঁছান। রাতে খাওয়ার আগে ও পরে তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে নানা কথোপকথনে মধুর সময় অতিবাহিত করেন।

১৫ই ডিসেম্বর রাতে খাওয়ার আগে তাঁর ঘরে সাধারণ কথাবার্তা প্রসঙ্গে নানা বিষয়ের অবতারণা করেন, যেমন হিন্দু দর্শন, বেদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, আয়ূর্বেদ, যুগ এবং সময়ের ধারণা প্রসঙ্গে। এমন কি তাঁর প্রিয় বিষয় বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীও তিনি একবার ছুঁয়ে যান। এছাড়াও আইনস্টাইনের নিরীক্ষা, আইজ্যাক আসিমভ এর ফাউণ্ডেশন এরও উল্লেখ করেন। এই অধিবেশনের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

গুরুদেবের ব্যাখা হল চিন্তার নিজস্ব কোনও শক্তি নেই কিন্তু তারা শক্তির উৎসে ইন্ধন জোগাতে পারে। প্রার্থনার মাধ্যমে শক্তির ব্যবহার ও একজনের নিজস্ব শক্তির প্রয়োগের সূক্ষ্ম প্রভেদ তিনি তুলে ধরেন।

যেহেতু আলো আসতে সময় নেয়, যেমন ধরো সূর্য থেকে আলো আসতে ৮ মিনিট সময় লাগে, অর্থাৎ দেখো আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি ,তা কখনোই 'বর্তমান' নয়, বরং অতীত।

এ এক অভূতপূর্ব অধিবেশনে উপস্থিত সকলে সচেতনতার এক অন্য স্তরে নিজেদের উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ১৬ই ডিসেম্বর গুরুদেব বিকাল ৪–৩০ মিনিটে চেন্নাই এর উদ্দেশে রওনা হন।

চেন্নাই

চেন্নাই ফিরে এসে গুরুদেব প্রশাসনিক কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী বড়দিন উদযাপনের জন্য মানাপাক্কামে সমবেত হন।

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি বড়দিনের কেক কাটেন এবং অভ্যাসীরা ক্যারোল সংগীত পরিবেশন করেন। কেউ একজন মন্তব্য করেন, 'গুরুদেবের সঙ্গসুধায় মনে হচ্ছে যেন যীশু স্বয়ং উপস্থিত'। তিনি এই কথায় প্রেমসিক্ত হাসি পরিবেশন করেন। আশ্রমে উৎসবের বাতাবরণ নেমে এসেছিল।

৩১শে ডিসেম্বর গুরুদেব স্কলারসদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান যাঁরা দুই সপ্তাহ যাবৎ ভারতে এসেছেন। খড়গপুরে দুই সপ্তাহ কাটিয়ে তাঁরা প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় স্তরের জন্য চেন্নাই এসেছেন।

১লা জনুয়ারী নতুন বছরের সূচনায় গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল গুরুদেব প্রদত্ত কিছু ভাষণের এক উড্ডু প্রকাশ করেন।

নতুন বছরের ভাষণে গুরুদেব বলেন, 'প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের অবশ্যই উচিৎ হৃদয়ের আহ্বানে আরও সাড়া দেওয়া, নিজের অন্তরের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। যদি প্রয়োজন হয়, তোমার কান বন্ধ করে দাও, কিছু শোনার দরকার নেই, চোখ বন্ধ করে দাও। ঈশ্বর প্রদত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি বাইরে থেকে ভিতরে সঞ্চালিত করতে হবে।

এ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা শুধুমাত্র এক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবেই থেকে যায়। এ বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ নিই, কিন্তু এর ভিতরে প্রবেশ করিনা, ফলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে যাই।'

৪ঠা ও ৮ই জানুয়ারী গুরুদেব কতকগুলি বিবাহ সম্পন্ন করান। ১৫ই জানুয়ারী তাঁর দিল্লী হয়ে সংকোল যাবার কথা।

বড়দিন

স্কলারসদের সঙ্গে

নতুন বছরে

গ্রাহকভুক্তির নতুন চাঁদার হার

বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা

- সবরকম বার্ষিক গ্রাহকভুক্তি 'স্পিরিচুয়াল হায়ারার্কি পাব্লিকেশন ট্রাস্ট, এ্যাড্মিন বিল্ডিং, বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, SRCM, মানাপাক্কম, চেন্নাই – ৬০০১১৬' পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- বার্ষিক গ্রাহকভুক্তি এপ্রিল সংখ্যা থেকে শুরু হবে আর পরের বছর জানুয়ারীতে শেষ হবে। এই হল আর্থিক বছর।

ম্যাগাজিন

কন্স্ট্যান্ট রিমেম্ব্রান্স	৩০০ টাকা
ত্রৈমাসিক হিন্দি/তামিল/তেলেগু/কানাড়া/গুজরাটি/মালয়ালাম্/বাংলা	১০০ টাকা

আজীবন গ্রাহকচাঁদা

মেম্বারশিপ ফর্ম ও SHPT ডোনেশান ফর্মের সাথে নির্ধারিত মূল্য ম্যানেজিং ট্রাস্টি, স্পিরিচুয়াল হায়ারার্কি পাবলিকেশন ট্রাস্ট, 'ডিভাইন ব্লিস্', নর্থ ব্লক, ৭এ, ২/৩, জাজেস্ কোর্ট রোড, কলকাতা – ৭০০০২৭ (প.ব.), ইয়া – এই ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজীবন করপাস্ গ্রাহকচাঁদার হার – পুস্তক/অডিও–ভিডিও:

ইংরাজী	৬০০০ টাকা
হিন্দি	৪৫০০ টাকা
মারাঠি/তামিল/তেলেগু/কানাড়া/গুজরাটি/মালয়ালাম্	৩০০০ টাকা
অডিও / ভিডিও	২৫০০০ টাকা

আজীবন করপাস্ গ্রাহকচাঁদার হার – ম্যাগাজিন:

কন্স্ট্যান্ট রিমেম্ব্রান্স	৩০০০ টাকা
হিন্দি – সহজ মার্গ	২০০০ টাকা
ত্রৈমাসিক তামিল/তেলেগু/কানাড়া/গুজরাটি/মালয়ালাম	১৫০০ টাকা

New Publications

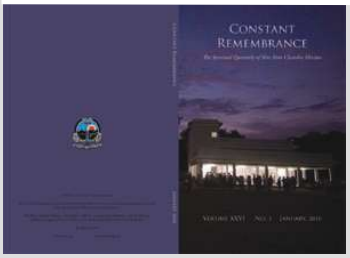

Constant Remembrance
January 2010

Sathyothayam
(Reprint)Tamil

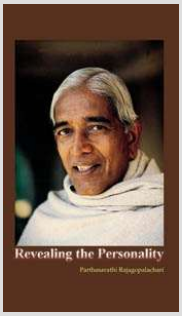

Revealing the Personality

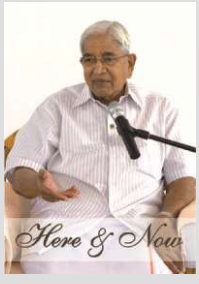

'Here and Now'
Set of DVDs

একবার অতীতে চোখ ফেরাই

এই নতুন বিভাগে আমাদের গুরুদের পুরোনো কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হবে। পূজ্য লালাজি থেকে এর শুরু – যা মিশনের সাহিত্যে নথীবধ্য আছে। এবারের সংখ্যায় ৬০ বছর আগের অর্থাৎ ১৯৫০ সালের কিছু দলিল তুলে ধরা হলো। আশাকরি তা অপনাদের সুখপাঠ্য হবে। লালাজি নানান স্থানে ভ্রমন করেছিলেন তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। অনেক সাধকের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁদের বাড়িতে থাকেন। অভ্যাসীদের লেখা চিঠিতে কিছু স্থানের উল্লেখ রয়েছে যেমন বৃন্দাবন, ইটা, কানপুর, মণিপুর, এবং ওরাই। তাঁর চিঠির কিছু মুক্তারাজী তুলে ধরা হলো।

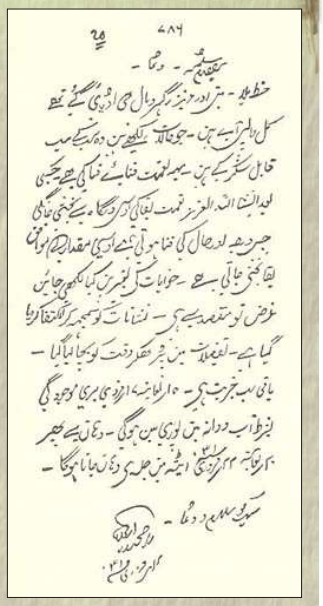

ডিসেম্বের ১৯২৯

বাবুজিকে লেখা লালাজির চিঠি:"মানসিক যন্ত্রণা খুব ভালো। আমাদের গৃহ হলো সহনশীলতা ও ধৈর্য্য অনুশীলনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক ধরনের মতাদর্শ অনুযায়ী ধৈর্য্য হলো এক উচু মানের প্রায়শ্চিত্ত। বরং দুঃখ– দুর্দশার থেকে একজনের উচিত 'গৈরাত' কে বরণ করে নেওয়া।" (অর্থাৎ দোষী না হয়েও নিজেকে দোষী রূপে গ্রহণ করা)

এপ্রিল ১৯৩০

লালাজি মহারাজের আরো একটি চিঠি: "অধিকাংশ লোক আচরগত ভাবে পূজা করে। কিন্তু প্রকৃত আকুলতা ও আত্মিক অশান্ততা সেখানে থাকে না। তা থাকলে তাঁরা অবশ্যই ঐশী অবস্থার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারতেন এবং প্রত্যেক দিন এক নুতন জীবন তাঁদের মধ্যে জন্ম নিত।"

সূত্র: রামচন্দ্রের জীবনচরিত প্রথম খন্ড (১৮৯৯–১৯৩২)/ রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনাবলী ৩য় খন্ড।

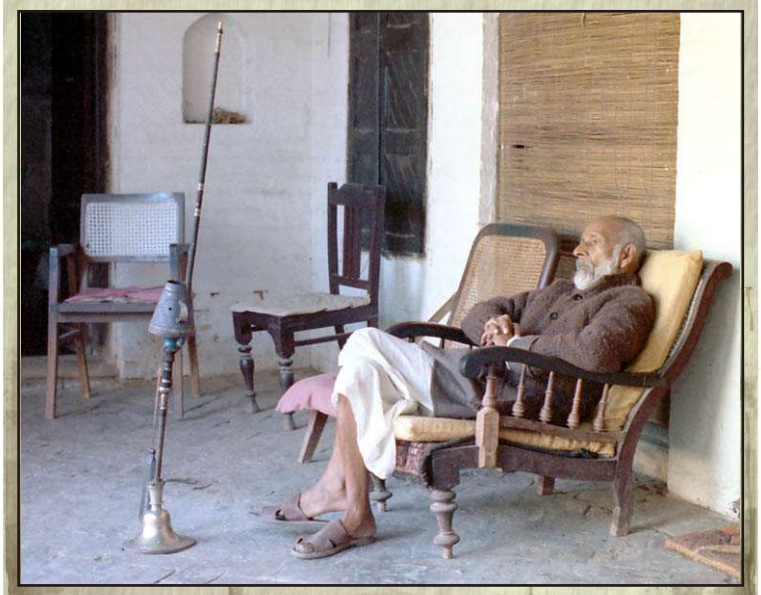

নতুন আশ্রম

লখ্‌নৌ আশ্রম – ধ্যানকক্ষ

লখ্‌নৌ IIM জাতীয় সড়কের কাছে বাবুজী মেমরিয়াল আশ্রমের ধ্যান কক্ষের নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়ে গিয়েছে। ৩০ মিটার x ৪৮ মিটার মাপ বিশিষ্ট প্রস্তাবিত কক্ষে প্রায় ৩০০০ অভ্যাসী বসার ব্যবস্থা থাকবে। ইস্পাতের ফ্রেম ব্যবহার করে এই কক্ষ তৈরী করা হবে।

২রা নভেম্বর ২০০৯, মিশনের সচীব ভ্রাঃ উমাশঙ্কর এর ভিত্তি স্থাপনা করেন। ২০১০ এর মার্চ নাগাদ এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বারাণসী

২ নভেম্বর ২০০৯ । বারাণসীর সারনাথে লয় যোগ–আশ্রমে ধ্যানকক্ষ নির্মানের কাজ ভ্রাঃ উমাশঙ্করের তত্বাবধানে শুরু হয়েছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ এ গুরুদেব এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন।

৮০০০ বর্গফুটের ধ্যানকক্ষটি অষ্টভুজাকৃতি। পিলারের জন্য খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আটটি পিলার নির্মাণের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে।

চিরাক্কারা, কোল্লাম, কেরল

গুরুদেব তাঁর সম্প্রতি পরিদর্শনকালে চিরাক্কারা, কোল্লাম আশ্রমের নাম 'তপোবন' ঘোষণা করেন। ২০০৮ এর ২রা ফেব্রুয়ারী এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়। কোল্লামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং নিকটবর্তী থিরুবন্তপুরম, পান্থানামথিট্টা ও আলাপ্‌পুঝা জেলা থেকে অভ্যাসীরা আশ্রমে সমবেত হন। থিরুবন্তপুরমের উত্তরে ৪৫ কিমি ও কোল্লামের দক্ষিণে ২৫ কিমি দূরে ৪৭ নং জাতীয় সড়কের উপর 'তপোবন' অবস্থিত।

গ্রাম্য পরিবেশ ঘেরা অঞ্চলে ধানক্ষেত ছাড়াও অনেক নারকেল ও তালগাছ রয়েছে। আশ্রমের সামনে দিয়ে স্বচ্ছ জলের ছোটো ধারা নদী বয়ে চলেছে। এই স্থানে ১৫০ জন অভ্যাসী আঞ্চলিক সমাবেশের জন্য একত্র হতে পারে। মাসের প্রথম রবিবার সারাদিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। শিশুদের জন্য নির্ধারিত স্থানে VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সকল অভ্যাসীদের এই 'তপোবন'এ এসে গুরুদেবের করুণাপুষ্ট বাতাবরণের সুফল আহরণ করতে স্বাগত আমন্ত্রণ রইল।

আঞ্চলিক আশ্রম গোরক্ষপুর

২ ডিসেম্বর ২০০৯ এ ভ্রাঃ উমাশঙ্কর এই আশ্রমের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। গোরক্ষপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী এই উপলক্ষে এখানে যোগ দেন। আগামী বছর বসন্ত পঞ্চমীর আগে ধ্যানকক্ষের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সেগুন গাছ ঘেরা ঘন সবুজ বনভূমির সামনে এই সুন্দর আশ্রম অবস্থিত।

এই উপলক্ষে ভ্রাঃ উমাশঙ্কর বলেন, আশ্রম হল এক জ্যোতির্বিন্দু যেখানে প্রত্যেক ব্যাক্তি গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি সব অভ্যাসীকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই মহৎ উদ্দেশ্যে অংশ নিতে অনুরোধ করেন। গুরুদেবের বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন "সেবা কর, তুমিও সেবা পাবে"।

লখ্‌নৌ

বারাণসী

চিরাক্কারা

যুব কার্যসূচী, হুবলি, উত্তর কর্ণাটক

২৫ শে অক্টোবর এক যুব কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ১৫ জন তরুণ অভ্যাসী তাদের ২৫ জন বন্ধুকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসে।

অনুষ্ঠানে যে সব বিষয়ের উপর আলোকপাত হয় তা হল – নেতৃত্বদান, শ্রবণশৈলী, ব্যাক্তিত্ব উন্নয়ন, চরিত্র নির্মান, সম্পর্ক, নিজেকে আদর্শ রূপে গড়ে তোলা, ভাবের আদান প্রদান, ভৌতিক লক্ষ্য এবং জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য এবং ধ্যানের মাধ্যমে মনের নিয়ন্ত্রণ।

গুরুদেবের বক্তব্যের ক্লিপিং প্রয়োজনমত পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠান তরুণদের মধ্যে তাদের পিতামাতা, সমাজ ও নিজেদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের এক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের সমস্যা মোকাবিলা করার এক প্রস্তুতির মানসিকতাও দৃঢ়ভাবে তরুণদের মধ্যে জেগে ওঠে।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অধিকাংশ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রম গুরুদেবের উপস্থিতিতে পরিচালিত হয় । ফলে অংশগ্রহণকারীরা তাঁর ভাষণ ও সৎসঙ্গের পুরো সুফল লাভ করেন । তাঁদের কাছে এ ছিল এক বিরাট উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা।

গুজরাট

গুজরাট থেকে প্রায় ৭০ জন প্রশিক্ষক তিরুপ্পুরে আসেন এবং ১০–১৪ই ডিসেম্বর তিরুপ্পুর, কোয়োম্বাটোর ও মালামপুঝা রিট্রিট কেন্দ্রে থাকেন । উপস্থিত সব অভ্যাসীকে তিনি দিনে তিনবার সিটিং দেন । ভালো অভ্যাসীর সংজ্ঞায় গুরুদেব বলেন–

- অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।
- অপরকে ভালোভাবে বোঝার জন্য তাঁর কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনা।
- অপরকে হেয় করার পরিবর্তে অপরের থেকে শিক্ষা নেবার মানসিকতা থাকা।
- যা কিছু আমরা করি সবকিছুতেই ধৈর্য্যের পরিমাণ বাড়ানো।

কর্ণাটক

৫ই ডিসেম্বর ২০০৯ এ ব্যাঙ্গালোরের CREST এ ১৪০ জন প্রশিক্ষকদের মধ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে গুরুদেব কর্ণাটকে সহজ মার্গ সাধনায় ঘাটতি ও ভক্তির অভাবের উল্লেখ করেন এবং মিশনের ধমনী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করার জন্য প্রশিক্ষকদের উচিৎ নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত যাওয়া।

অন্ধ্রপ্রদেশ

২৫ ও ২৭শে ডিসেম্বর বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, চেন্নাইতে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রশিক্ষকদের এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । ঐ রাজ্যের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যানবাহন গোলোযোগ থাকা সত্ত্বেও ১৮০ জনেরও বেশী প্রশিক্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রশিক্ষকের কাজ, চরিত্র, হুইস্পার ও সহজ মার্গ জীবন নির্বাহের এক পথ । এ ছাড়াও মতামত বিনিময়েরও অবাধ অবকাশ ছিল । রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ গুরুদেব তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আলোকিত করে প্রশিক্ষকদের সঙ্গে এক ঘন্টা অতিবাহিত করে তাঁর বক্তব্য রাখেন ও সিটিং দেন।

মহারাষ্ট্র

১৩ ও১৫ই নভেম্বর পুনে কেন্দ্রে দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৫০ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল, আগে অভ্যাসী হতে হবে, নিয়মিত সাধনার গুরুত্ব, অভ্যাসীকে সিটিং দেওয়া ও মিশনের কাজকর্ম ও প্রকাশনা ইত্যাদি। নতুন প্রশিক্ষকরা সমগ্র অনুষ্ঠানে যারপরনাই উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হন।

মুক্ত আলোচনা–চক্র, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র।

৮ই নভেম্বর ২০০৯, রবিবার মুম্বাইয়ের অনুশক্তিনগরে বাসিন্দাদের মধ্যে হোমি ভাবা বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে SRCM এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। প্রায় ১২০ জন ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে । অনুষ্ঠানের শুরুতে ডঃ ধরেশ্বর SRCM ও সহজ মার্গ পদ্ধতিতে ধ্যান সাধনার উপর এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেন । সন্ধ্যাকালীন আলোচনার বিষয় ছিল–'আত্ম–উন্মোচনের বিজ্ঞান–প্রাকৃতিক পথ'।

মিশনের যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই আমাদের জীবনে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের মধ্যে, ধ্যান কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, সে বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ ভাটিয়া তাঁর নিজের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন এনেছে তা সকলের সামনে তুলে ধরেন। এরপর কিছু সময় প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। কিছু শ্রোতা প্রশ্ন করেন যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা, দৈহিক সমস্যা এসবের ক্ষেত্রে সহজ মার্গ কোনরকম পথ দেখাতে পারে কি।

সবশেষে গুরুদেবের একটা ভিডিও 'ইনস্ট্যান্ট লিবারেশন' চালিয়ে দেখানো হয় । এর প্রভাব দর্শকদের মধ্যে খুব চোখে পড়ে । ২২ জন অংশগ্রহণকারী ধ্যান অভ্যাস করার জন্য প্রাথমিক সিটিং নেন।

জয়পুর

ভোপালে

ইন্দোর

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ATP)

২২শে নভেমর ২০০৯ । জয়পুর কেন্দ্র নতুন অভ্যাসীদের জন্য অর্দ্ধ–দিবসের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে । অনুষ্ঠানে সাধনা বিষয়ক নানা ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে । অন্তত ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নতুন অভ্যাসীর কাছে এই কার্যক্রম খুবই সহায়ক হয় এবং তাঁরা মনে করেন এই ধরণের আয়োজন আরও হলে তাঁরা মিশনের কাজকর্মের বিষয়ে বিশদ অবগত হতে পারবে ।

গত ২৭–২৯শে নভেমর ২০০৯ ভোপালে এক আবাসিক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । আশ্রমের প্রশান্তিময় বাতাবরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী অংশ নেন । প্রশ্নোত্তর পর্বে সাধনা সংক্রান্ত নানা দ্বন্দ ও সন্দেহের অবসান সম্ভবপর হয় । সেদিনের বাতাবরণে ভ্রাতৃত্ববোধের সুবাস প্রায় সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং অংশগ্রহণকারীরা সাধনা দৃঢ় করার মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ কেন্দ্রে ফিরে গিয়েছে ।

২৯শে নভেমর ২০০৯ এ রাঁচী কেন্দ্রে গত এক বছর যাবৎ অনুশীলনকারী সকল অভ্যাসীদের মধ্যে এক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় । সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন ভ্রাঃ তিওয়ারী, ভ্রাঃ লাল, ভ্রাঃ তানেজা ও ভ্রাঃ শাহু, ভ্রাঃ মিশ্র, ভঃ তিওয়ারী SMRTI–র তৈরী গুরুদেবের ভাষনের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে অডিও– ভিডিও উপস্থাপনা সফলভাবে পরিবেশন করেন যাতে মিশন ও সাধনা সংক্রান্ত নানা দিকের বিষয় তুলে ধরে ।

৬ই ডিসেম্বর ২০০৯ । মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর কেন্দ্রে অভ্যাসীদের অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে ব্যক্ত করার এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । যেসব অভ্যাসীরা সম্প্রতি গুরুদেবের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন এবং নানা প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যক্ত করেন । ভ্রাঃ আপ্তে সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোর CREST এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের ঐ জাতীয় কার্যক্রমে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন । ভ্রাঃ মুন্দ্রা গুরুদেবের সঙ্গে গ্যাংটক সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য করেছিলেন এবং তাঁর সদ্য সমাপ্ত গ্যাংটক সফরের ছবি সকলকে দেখান ।

এই স্থান পরিদর্শনের জন্য গুরুদেবের আগ্রহের কথাও প্রকাশ করেন । তিনি গুরুদেবের কিছু সূক্ষ্ম অর্থবহ মন্তব্য সকলকে শোনান । ভ্রাঃ রাভেরকর গুরুদেবের সান্নিধ্যে খড়গপুরে কিছুদিন থাকার সুযোগে তাঁর ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যক্ত করেন ।

১৫ই নভেমর ভুজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত অর্ধদিবস অনুষ্ঠানে ২২ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন । কিছু অভ্যাসী যাঁরা অনিয়মিত ছিলেন তাঁরাও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন । এখানে সাধনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপর আলোচনা হয় । সৎসঙ্গের মাহাত্মের উপর নারদের কাহিনী অবলম্বনে অভ্যাসীরা এক ছোট নাটিকা প্রস্তুত করেন । সমগ্র অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের নানা সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে নতুন উৎসাহে ভরপুর করে ।

১৪–১৫ই নভেমর ভাদোদ্রা কেন্দ্রে দেড় দিনের যুব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । ৩৫ জন অভ্যাসী এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন । পুরো অনুষ্ঠানটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় যাতে তরুণরা সহজ মার্গ সাধনা বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে, মিশনে তাদের ভূমিকা কি সে ব্যাপারে সচেতন হতে পারে এবং সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হতে পারে । অংশগ্রহণকারীরা এই আলোচনা চক্রে খুবই উপকৃত হন ।

১৫ই নভেমর ২০০৯ । কারুর, হরিহরা ও ভদ্রাবতী থেকে প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী নিয়ে দাভানাগিরি কেন্দ্র এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।

ভ্রাঃ রামানী. আর ,ভ্রাঃ নগেশ , ভঃ ইন্দিরা প্রসাদ ও ভঃ সুজাতা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । অধিবেশনের প্রথম পর্বে অভ্যাসীদের চারটি দলে ভাগ করা হয় এবং আলোচনার একটি বিষয়বস্তু দিয়ে দেওয়া হয় । প্রত্যেক দলের প্রতিনিধিরা তাদের আলোচনার সারবস্তু উপস্থাপন করেন । অভ্যাসীদের প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপকরা সুচারুরূপে স্পষ্ট করে দেন ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ভ্রাঃ বি শ্রীনিবাস ব্যাখা করেন আধ্যাত্মিকতার পথে গুরু কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং কিভাবে তাঁকে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ।

শিশুদের মঞ্চস্থ করা অভিনয়ে অভ্যাসীদের ব্যবহার ও মানসিকতার প্রতিফলন ফুটে ওঠে । সমগ্র অনুষ্ঠান ছিল খুব শিক্ষামূলক এবং উপস্থিত অভ্যাসীরা খুশীর বাতাবরণে স্নাত হয় ।

রাঁচী

ভুজ

দাভানাগিরি

VBSE কার্যক্রম

হোসাঙ্গাবাদ

হোসাঙ্গাবাদের SEVA বিদ্যালয়ে একটা পিরিয়ড আমাদের VBSE সিলেবাস অনুযায়ী মূল্যবোধ শেখানোর রীতি গত দুই বছর ধরে চলে আসছে। এ বছর স্কুলের বার্ষিক সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা রচনা করার সময় তাঁরা মূল্যবোধের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করার জন্য আমাদের VBSE সহকারীর কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। স্বেচ্ছাসেবীরা ছাত্রদের নিয়ে এক ছোট নাটক, গান ও নাচের মাধ্যমে 'সুখী' হওয়ার ধারণা সংক্রান্ত নানান মূল্যবোধজনিত দিক তুলে ধরে। অভিভাবকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলে অনুষ্ঠানের বার্তা এক বিপুল জনমানসে পৌঁছে যায়।

মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার জন্য এই স্কুল অনেক সংখ্যক অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে ফলে তা আমাদের গুরুদেবের উদ্দেশ্যও সাধন করছে।

উরসুলিন কনভেন্ট রাঁচি

৫ই নভেম্বর ২০০৯। প্রায় ৯০০–র অধিক ছাত্রছাত্রী একঘন্টার এক মনোজ্ঞ অধিবেশনে অংশ নেয়, যেখানে সময়ের মূল্য, সময়ের ব্যবস্থাপনা, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। সব শিশুদের নিয়ে মিশনের প্রার্থনা করা হয়।

শিশুদের পরামর্শ দেওয়া হয়, কাজ করো এবং ভুলে যাও যাতে মনে কোনো ছাপ না পড়ে। কিছু নিরীক্ষামূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে দেখানো হয় কিভাবে আমরা আমাদের অভ্যাস তৈরী করি এবং ভালো ও খারাপ অভ্যাসের জালে বন্দি হয়ে পড়ি।

ভ্রাঃ অরুণকুমার সময় ব্যবস্থাপনার এক সুন্দর পদ্ধতি পরিবেশন করেন। তিনি ছাত্রদের বলেন, কাজগুলোকে প্রথমে তার ধরণ অনুযায়ী আলাদা করো। প্রথমে সেই কাজ করো যা বন্টন করা যেতে পারে, তারপর যা কতক দেরীতে হতে পারে, এরপর যে কাজগুলো না করলেও চলতে পারে, বাকী যা করণীয় তা দেরী না করে এখনই করা উচিত।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের প্রশ্ন থেকে প্রতিভাত হয় যে তারা এই অধিবেশন বেশ গ্রহণ করতে পেরেছে।

ফারাক্কা, পশ্চিমবঙ্গ

ফারাক্কা ডি.পি.এস স্কুলের অধ্যক্ষ ভ্রাঃ সুব্রহ্মনিয় কুমার ও ভ্রাঃ বিজয় কুমারের তত্ত্বাবধানে এক VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পুরো অনুষ্ঠান দু ভাগে ভাগ করা হয়। ১১ই ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ৩০০ জন ছাত্রদের মধ্যে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর ২০০ জন ছাত্রদের মধ্যে। ১২ই ডিসেম্বর শিক্ষক সমাবেশে বিভিন্ন স্কুলের ৫৭ জন শিক্ষক ও ৩ জন অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

গল্প ও নিরীক্ষামূলক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিশুদের কাছে অনেক মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়। নিরীক্ষামূলক উপস্থাপনা ছাত্র শিক্ষক সকলের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল। সবশেষে শিশুদের বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের শিক্ষক হিসাবে কল্পনা করো এবং ছাত্রদের কাছে কি আশা করো তা এক এক করে লেখো, আবার ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ নিজেদের ছাত্র কল্পনা করে শিক্ষকদের কাছ থেকে কি আশা করো তাও লেখো।

এই অনুশীলনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরদিন শিক্ষক সমাবেশে তুলে ধরা হয়। শিক্ষকদের বলা হয়, সত্যিই কি তাঁরা শিশুদের অন্তরের সম্পদ উন্মুক্ত/প্রকাশ করার চেষ্টা করেন, না কি শুধুমাত্র মাসিক মাহিনা উপার্জন করাই একমাত্র লক্ষ্য। আমরা কেন সব শিক্ষককে মনে রাখিনা, আর ছাত্ররা আমাদেরকে গ্রহণ করে তৈরী হওয়ার মত কোনও দৃষ্টান্ত গড়ে তুলতে পারি কি?

উপস্থিত শিক্ষকরাও অনুষ্ঠানের সামগ্রিক উপস্থাপনায় মুগ্ধ। তাঁরা এ হেন অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি আশা করেন এবং ধ্যান সংক্রান্ত বিষয়ও অর্ন্তভুক্ত করতে বলেন।

হুবলি

১০ই নভেম্বর হুবলি কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে ভঃ মাধুরী ও ভঃ সরোজা ৪১ জন শিক্ষক ও ১৫ জন অভ্যাসীর মধ্যে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

ভঃ মাধুরী মূল্যবোধের অর্থ ব্যাখা করেন আর ভ্রাঃ অজিত কামাথ মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। বয়স অনুপাতে গ্রহণযোগ্যতার যে পরিবর্তন হয়, ৪থেকে ৭ বছর বয়সের মধ্যে শিশুরা যেভাবে শিক্ষককে অনুসরণ করে এবং ঐ বয়সের পরই বিচারগত ভাবনা তৈরী হতে থাকে সে বিষয়ে ভঃ সরোজা এক সুন্দর বক্তব্য রাখেন। একজন শিক্ষিকা যখন ক্লাসে ঢোকেন তখন তাঁর তিনটি ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে –দৈহিক, মানসিক ও আবেগগত এবং শিশুদের ক্ষেত্রেও তাই। আর শিশুরা শিক্ষকদের ঐসব অভিব্যক্তি বড়দের চেয়েও তাড়াতাড়ি বুঝে উঠতে পারে।

কিছু ক্রীড়ার মাধ্যমে হৃদয় উন্মোচন করার শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিশেষকরে দেওয়া নেওয়ার সহযোগিতা বিষয়ক। দলগত আলোচনায় শিক্ষকদের খুব সাধারণ মানের জিনিস দেওয়া হয়। যেমন– ক্লিপ, আয়না, কলম এবং সেসবের অন্তর্নিহিত অর্থ বের করতে বলা হয়। ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষকদেরও তাঁদের বিষয়ে মূল্যবোধ করতে বলা হয়।এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা পুরোপুরি অংশ নেন।

অভিজ্ঞতার আদান প্রদান, ব্যাঙ্গালোর

পরমধাম আশ্রমে ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৯ রবিবার সৎসঙ্গের পর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে অভ্যাসীরা গুরুদেবের সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোর সফরকালীন তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার সারাংশ নীচে প্রদত্ত হল।

- গুরুদেবের কাজ হল হৃদয় থেকে হৃদয়ে। প্রতিটি হৃদয়ের আত্মিক অবস্থা তাঁর অবগত আর সেই অনুযায়ী তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজনীয় প্রতিকার করেন। আমাদের কর্তব্য হল হৃদয় উন্মুক্ত রাখা।
- গুরুদেবের মতে প্রকৃত চরিত্র হল, 'তোমার অন্তরে বাইরে এক হতে হবে'। আমরা সেটা অনুধাবন করে কিভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে তার শিক্ষা লাভ করি।
- গুরুদেবের প্রত্যেক পরিদর্শন আমাদের ধৈর্য্য ও অপেক্ষা করার কৌশল শিক্ষা করার সুযোগ করে দেয়। সুতরাং বলা যায় গুরুদেবের পরিদর্শন আমাদের কাছে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করে।
- যে কোনো কেন্দ্রে গুরুদেবের পরিভ্রমণ আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট সুযোগ। সুতরাং গুরুদেবের পরিদর্শনের পূর্বেই আমাদের নিজেদেরকে এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিৎ যাতে বিপুল পরিমাণে উপকৃত হতে পারি।

অনেক অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটা আমাদের হৃদয়ের গভীরে অনুভব করে গুরুদেবের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে বিনত হওয়া উচিত।

বর্ষপূর্তি উৎসব, কোলকাতা আশ্রম

গত ২৫শে ডিসেম্বর কোলকাতা আশ্রমের ষষ্ঠ বার্ষিকী স্থাপনা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশু ও অভ্যাসীদের মধ্যে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ডঃ জৈন ও ডঃ কোঠারী পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের প্রায় ১০০ জনের বেশী অংশগ্রহণকারী যোগদান করে।

তিন বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য আলিঙ্গন দৌড়ের আয়োজন করা হয় যেখানে বাচ্চারা দৌড়ে গিয়ে তাদের বাবা–মাদের আলিঙ্গন করে। বয়স্ক প্রতিযোগীরা বড় পাত্রে রাখা ডাল ও রাজমা পৃথক করেন। এই খেলার বিশেষ তাৎ পর্য ছিল শিশুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বড়রা আশ্রমে আসে।

আভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিফলন, ইন্দোর

১৮–২২শে ডিসেম্বর পাঁচ দিন আট জন অভ্যাসী আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে অবস্থান করেন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল নিজের অন্তরের গভীরে দেখা এবং প্রকৃত অর্থে গুরুদেবের প্রতি অগ্রসর হওয়া।

কোনও ভাষণ নেই, কোনও কথা নেই। অংশগ্রহণকারীদের আত্মানুসন্ধানে রত হয়ে নিজেদের সাধনা ও মননের ভিত্তিতে ডায়েরী লেখা, বই পড়া ও ধ্যান করতে বলা হয়।

উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে ভ্রাঃ এন.ভি.দেশপাণ্ডে কিছু বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রশিক্ষকরা আশ্রমে যান ব্যক্তিগত সিটিং দেবার জন্য।

অভ্যাসীরা সতেজতা ও আত্মিক প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং এরপর জাগতিক জীবনে ফিরে যান। পুরো কার্যক্রম ভ্রাঃ অবিনাশ করমরকার ও ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকর পরিচালনা করেন। আঞ্চলিক স্তরে এই অধিবেশন আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়।

মহারাষ্ট্র যুব সমাবেশ, পুনে

১৮–২০ শে ডিসেম্বর ২০০৯ এ ৪৭ জন অংশগ্রহণকারী পুনেতে যুব

সমাবেশে যোগ দেন।

নিয়মিত আলোচনার বাইরে ব্যক্তিগত সাধনার উপরে আলোকপাত করা হয়। ভ্রাঃ বৈদ্য অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে প্রশিক্ষকদের পরিচিতি করিয়ে দেন। অংশগ্রহণকারীদের আটটি দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলকে রাজযোগের একটি ধাপের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে বলা হয় এবং তারপর তারা নিজেদের পরিচয় দেয়। সারাদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল – সহজ মার্গ পথ, দৈনিক সাধনা, প্রেম, করুণা ও ক্ষমা, অভ্যাস ও বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত আত্মশক্তি, ভৌতিক লক্ষ্য ও প্রকৃত লক্ষ্য, চরিত্র ও পরিবর্তন এবং মানসিক চাপ কিভাবে সামলানো যায়।

পরদিনের বিষয় ছিল: জীবনের ভারসাম্য––– এক কলা, সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব, গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। অনুষ্ঠান শেষ হলেও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন করে শুরু করার উদ্যম দেখা দেয়।

এলাহাবাদ আশ্রম

আনুষ্ঠানিকভাবে এলাহাবাদ আশ্রম শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। শ্রী এম.এল.চতুর্বেদী মহাশয়কে প্রিসেপ্টার ইন চার্জ নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাঁর বাস–ভবন থেকে কার্য পরিচালনা করতেন এবং ১৯৯৪ অবধি তাঁর গৃহে রবিবারে সৎসঙ্গ হত।

অভ্যাসীরা সকলে মিলে চাঁদা সংগ্রহ করে মুনডেরা নামক স্থানে ১৩ একর জমি ক্রয় করেন। চার একর জমি মিশনকে দান করা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৩ই এপ্রিল দলিল রেজিস্ট্রী করা হয় এবং ১৯৯৪ সালের ১৩ই নভেম্বর গুরুদেবের কৃপায় প্রথম সৎসঙ্গ এই জমিতে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী আর.আর.কে ত্রিবেদী মহাশয়ের চেষ্টার ফলে উত্তরপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর শ্রী মতিলাল ভোরা মহাশয় ১৯৯৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রথম ১০ লক্ষ্য টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করেন ধ্যানকক্ষ নির্মাণের জন্য। গুরুদেবের উপস্থিতিতে মহামান্য গভর্ণর মহাশয় ১৯৯৬ সালের ৯ই মার্চ ধ্যানকক্ষের শিলান্যাস করেন। গুরুদেব তাঁর ভাষণে হিমালয়বাসী তপস্যারত ঋষিগণ কিভাবে দিব্য চিন্তাধারার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে নির্দেশ প্রদান করতেন তার উল্লেখ করেন। গুরুদেব বলেন যে, শ্রী ভোরা মহাশয়ও 'ডিভাইন প্ল্যান' সম্পাদন করছেন। তিনি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সমাজ সেবার সাথে সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাজ করতে অনুরোধ জানান। ক্রমে ক্রমে আরও তিনটি অনুদান ধ্যানকক্ষ নির্মাণের জন্য মঞ্জুর করা হয়।

১৯৯৭ সালের ১৪ই নভেম্বর গুরুদেব ধ্যানকক্ষের উদবোধন করেন। ১০,০০০ বর্গফুট পরিমিত ধ্যানকক্ষ যাতে ২০০০ বর্গফুট মাপের দুটি বারান্দা আছে। গুরুদেব তার ভাষণে বলেন যে, এই কেন্দ্রে যে আশ্রম হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এটা আশ্চর্য যে, এত দ্রুত গতিতে কাজ হয়েছে সকলে হৃদয় দিয়ে কাজ করেছে বলেই। তিনি বলেন যে, যুবারা আমাদের মিশনের সৈনিক, আমাদের শক্তি, তাদের মধ্যে যে উৎসাহ আছে তা বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় না।

ভ্রাঃ ইউ.এস. বাজপায়ীর ক্রমাগত চেষ্টার ফলে মাস্টারের কটেজ, লাইব্রেরী, অধ্যায়ন কক্ষ, রান্নাঘর, ভোজনালয়, অভ্যাসীদের থাকার কক্ষ, শৌচালয় ও রাস্তা নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এইভাবে এলাহাবাদ আশ্রম সম্প্রসারণের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের নিকট হতে ৮০ লক্ষের অধিক অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে। এটাই ভারতের প্রথম আশ্রম যা সরকারের নিকট হতে সবচেয়ে বেশী অনুদান লাভ করেছে। মাস্টারের কর্টেজের সামনে নানা রকমের ফল ও ফুলে ভরা অতি সুন্দর উদ্যান বিরাজমান।

আশ্রমে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাস্থ কেন্দ্র আছে যেখানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য গরীব ও দুঃস্থ রোগীদের সেবা করা হয়।

প্রায় ৪০০ অভ্যাসী রবিবারে সৎসঙ্গে যোগদান করেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ আয়োজিত হয়। আশ্রমে বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.